চিকিৎসক না পেয়ে রোগীদের ভোগান্তি

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ১০৬ নম্বর কক্ষ গতকাল শনিবার সকালে ফাঁকা পাওয়া গেছে। এতে চিকিৎসাসেবা নিতে আসা অনেক রোগী চিকিৎসক না পেয়ে ফিরে গেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

শনিবার সকালে সরেজমিনে হাসপাতালে গিয়ে দেখা যায়, ১০৬ নম্বর কক্ষে কোনো চিকিৎসক বা সংশ্লিষ্ট কর্মী উপস্থিত নেই। ওই কক্ষে চিকিৎসক ডা. নুসরাত এবং মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নূর হোসেন আল-আমিনের দায়িত্ব পালনের কথা ছিল।

মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নূর হোসেন আল-আমিনের মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, তিনি ছুটিতে রয়েছেন। তবে কিছুক্ষণ পর তাকে হাসপাতালে এসে রোগীদের সেবা দিতে দেখা যায়।

অন্যদিকে চিকিৎসক ডা. নুসরাতের মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আসাদুজ্জামান বলেন, “ডা. নুসরাত ও নূর হোসেন আল-আমিন দুজনের কেউই ছুটিতে নেই। ডা. নুসরাত ফোন রিসিভ করেননি বলে আমি জানতে পেরেছি।”

এ ঘটনায় রোগীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ভুক্তভোগীরা দ্রুত চিকিৎসকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করে নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কার্যকর পদক্ষেপ কামনা করেছেন।

মেহেরপুরে বৃক্ষরোপণ

কর্মসূচির উদ্বোধন

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নির্দেশনা অনুযায়ী সারাদেশের ন্যায় মেহেরপুরে বৃক্ষরোপণ ও চারা বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকেলে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রাঙ্গণে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বৃক্ষরোপণ ও চারা বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ও পৌরসভার প্রশাসক পার্থ প্রতিম শীল, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আতিকুল হক, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বাবলু সূত্রধর, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক সঞ্জীব মৃধা, উপজেলা খাদ্য কর্মকর্তা এরশাদ আলী, জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষক আমিনুল ইসলাম, বন কর্মকর্তা এইচ টি ইমাম এবং বিআরডিবির কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম।

এছাড়াও জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক সাইদুল হক, সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, আলমগীর হোসেন, আনোয়ারুল হক কালু, কাজী মিজান মেনন, নাসির উদ্দিনসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা এবং আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সবুজ ও বাসযোগ্য বাংলাদেশ গড়ে তুলতে ব্যাপক হারে বৃক্ষরোপণের কোনো বিকল্প নেই। তারা শুধু গাছ লাগানো নয়, বরং রোপণকৃত গাছের যথাযথ পরিচর্যার প্রতিও গুরুত্বারোপ করেন।

মেহেরপুরের বড় বাজারে সাইকেল রিপেয়ারিং দোকানে ভাঙচুর

মেহেরপুর শহরের বড় বাজার এলাকার কাথুলী রোডে একরামুল ইসলামের সাইকেল রিপেয়ারিং দোকানে ভাঙচুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্রিফিং করেছে মেহেরপুর বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতি।

শনিবার সকালে ঘটনাস্থলে আয়োজিত ওই ব্রিফিংয়ে সমিতির নেতারা ঘটনার নিন্দা জানান এবং এ বিষয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন।

ব্রিফিংয়ে বক্তব্য দেন মেহেরপুর ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম।

তিনি বলেন, দোকানটি ১৯৭৭ সালে অ্যাডভান্স পজিশনের মাধ্যমে ভাড়া দেওয়া হয়েছিল। এ সংক্রান্ত একটি চুক্তিও রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো এর আগেও ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে একাধিকবার বসেছে এবং বিভিন্ন সিদ্ধান্ত হয়েছে। কিন্তু বাজারের মধ্যে জোরপূর্বক দোকান দখল ও ভাঙচুরের ঘটনা তারা প্রত্যাশা করেননি।

তিনি আরও বলেন, একজন ব্যবসায়ীর ওপর হামলা এবং তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভাঙচুর কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। মণ্ডল কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স মার্কেটের স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ ইকবাল আহমেদ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যে বিভ্রান্তিকর পোস্ট দিয়েছেন, তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং প্রকৃত ঘটনাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা।

এর আগে আজ শনিবার সকালে দোকান মালিক একরামুল ইসলাম এবং মোহাম্মদ ইকবাল আহমেদের ভাই রফিকুল ইসলামের মধ্যে বাজার কমিটির মধ্যস্থতায় সমঝোতা হয়েছে। ওই সমঝোতা অনুযায়ী, ক্ষতিপূরণ বাবদ ২ লাখ টাকা এবং জায়গা বাবদ ১০ লাখ টাকা দেওয়ার বিষয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তি সম্পন্ন হয়।

উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার সকালে মোহাম্মদ ইকবালের নেতৃত্বে ২০ থেকে ৩০ জনের একটি দল দেশীয় অস্ত্র নিয়ে তার দোকানে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে। এতে দোকানটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় এবং তার কয়েক লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

তিনি আরও জানান, এ বিষয়ে মেহেরপুর সদর থানায় লিখিত অভিযোগ দিতে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে অভিযোগ গ্রহণ করা হয়নি।

দোকান মালিক একরামুল গতদিন বলেন, তার বাবা আব্দুল মালেক ১৯৭৭ সালে দোকানটির পজিশন কিনে ব্যবসা শুরু করেন। বাবার মৃত্যুর পর তিনি ওই ব্যবসা পরিচালনা করে আসছেন। সম্প্রতি দোকানটি উচ্ছেদের জন্য ইকবাল ও তার লোকজন বিভিন্নভাবে হুমকি দিয়ে আসছিলেন বলে তিনি দাবি করেন।

অন্যদিকে, মোহাম্মদ ইকবাল আহমেদের ভাই রফিকুল ইসলাম দোকান ভাঙার বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, জায়গাটি তাদের পারিবারিক মালিকানাধীন। তার দাবি, ওই স্থানসহ পুরো মার্কেটের নকশা অনুমোদিত রয়েছে এবং মার্কেট নির্মাণের সময় জায়গাটি ফেলে রাখা সম্ভব নয়।

মেহেরপুর ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান দিপু বলেন, দোকান ভাঙচুরের পেছনে প্রভাবশালী একটি মহলের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বলে তারা মনে করছেন। তবে ইকরামুল একজন ক্ষুদ্র ও দরিদ্র ব্যবসায়ী হওয়ায় তার সঙ্গে যা ঘটেছে, তা অত্যন্ত অমানবিক এবং দুঃখজনক।

গাংনীতে ৫০ পিস ইয়াবাসহ দুই মাদক কারবারি গ্রেপ্তার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহেবনগর বাজার এলাকা থেকে ৫০ পিস ইয়াবাসহ লাদেন আলী ও ইমন বাদশা নামে দুই মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের সাহেবনগর বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃত লাদেন আলী গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া গ্রামের আক্কাস আলীর ছেলে। অপর গ্রেপ্তারকৃত ইমন বাদশা একই উপজেলার চৌগাছা গ্রামের জহির উদ্দিনের ছেলে।

বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) রফিকুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন যে, একটি লাল রঙের পালসার মোটরসাইকেলে করে দুই মাদক কারবারি সাহেবনগর বাজার এলাকায় ইয়াবা নিয়ে আসছে। খবর পেয়ে পুলিশ আগে থেকেই সাহেবনগর বাজার এলাকায় অবস্থান নেয়।

পরে সাহেবনগর বাজার সড়কে সন্দেহভাজন মোটরসাইকেল আরোহীদের গতিরোধ করে তল্লাশি চালানো হয়। এ সময় লাদেন আলীর প্যান্টের পকেট থেকে কাগজে মোড়ানো অবস্থায় ৫০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। একই সঙ্গে ইয়াবা পরিবহনে ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটি জব্দ করা হয় এবং দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এসআই রফিকুল ইসলাম আরও জানান, গ্রেপ্তারকৃত আসামিদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাদের গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হবে।

মেহেরপুরে বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মবিরতি

মেহেরপুরে বিদ্যুৎ বিভাগের এক মিটার রিডারকে মারধরের ঘটনার প্রতিবাদে কর্মবিরতি পালন করেছেন ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের (ওজোপাডিকো) কর্মকর্তা- কর্মচারীরা।

শনিবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত মেহেরপুর ওজোপাডিকো কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিয়ে তিন ঘণ্টাব্যাপী এ কর্মবিরতি পালন করা হয়। এ সময় তারা হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

কর্মবিরতি চলাকালে বক্তব্য দেন সহকারী প্রকৌশলী আসাদুজ্জামান, হামলায় আহত মিটার রিডার গাজী জিয়াউর রহমান (জুয়েল) এবং লাইনম্যান

রুবেল হোসেন। বক্তারা বলেন, সরকারি দায়িত্ব পালনরত বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মচারীদের ওপর হামলার ঘটনা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। তারা অভিযোগ করেন, ঘটনার পরও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কার্যকর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

তারা আরও বলেন, শনিবারের মধ্যে পুলিশ প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে আগামীকাল থেকে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

জানা যায়, ২ জুন দুপুরে মেহেরপুর শহরের বোসপাড়া এলাকায় সাবেক জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর বাড়ির পাশের একটি স্থানে বিদ্যুতের মিটার রিডিং সংগ্রহ করতে যান মিটার রিডার গাজী জিয়াউর রহমান (জুয়েল)। এ সময় ওই এলাকার মাসুদুর রহমান পুল্টন নামে এক ব্যক্তি তার পথরোধ করেন। অভিযোগ অনুযায়ী, তিনি অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে মিটার রিডিংয়ের কাজে বাধা দেন এবং একপর্যায়ে জিয়াউর রহমানকে শারীরিকভাবে মারধর করেন।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত জিয়াউর রহমানকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠায়।

এ ঘটনায় সরকারি দায়িত্ব পালনে বাধা প্রদান এবং সরকারি কর্মচারীর ওপর হামলার অভিযোগে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

মেহেরপুরে ট্রাকের ধাক্কায় দুমড়েমুচড়ে গেল ইজিবাইক, শিশু- নারীসহ আহত ৪

মেহেরপুরে বেপরোয়া গতির একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে যাত্রীবাহী একটি ইজিবাইক দুমড়েমুচড়ে গেছে। ভয়াবহ এ দুর্ঘটনায় এক শিশু ও নারীসহ চারজন গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

তাদের মধ্যে ইজিবাইক চালকের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে উন্নত

চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

শনিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে মেহেরপুর-ফতেপুর সড়কের কায়েমকাটা মোড়ের অদূরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন, মেহেরপুর শহরের বেড়পাড়া এলাকার জলিল শেখের ছেলে ইজিবাইক চালক রফিকুল ইসলাম এবং সদর উপজেলার শোলমারি গ্রামের জহিরুল ইসলামের স্ত্রী জাহিদা খাতুন। এছাড়া আহত অপর এক নারী ও এক শিশুর নাম-পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। জাহিদা খাতুনসহ অন্যরা মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে যাত্রী নিয়ে ইজিবাইকটি উজলপুরের দিক থেকে মেহেরপুর শহরের দিকে আসছিল। পথে কায়েমকাটা মোড়ের অদূরে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা উজলপুরগামী একটি বেপরোয়া গতির খালি ট্রাক (ঢাকা মেট্রো-ট ২২-১৭১৩) ইজিবাইকটিকে সামনে থেকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে ইজিবাইকটি মুহূর্তেই দুমড়েমুচড়ে রাস্তার পাশে ছিটকে পড়ে এবং ভেতরে থাকা যাত্রীরা গুরুতর আহত হন।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দা ও পথচারীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার করেন। পরে ফায়ার সার্ভিসের সহায়তায় তাদের মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়।

এদিকে দুর্ঘটনার পর ট্রাকচালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তবে সংঘর্ষে ট্রাকটির জ্বালানি তেলের ট্যাংক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তেল সংকট দেখা দেয়। পরে চালক উজলপুর কুঠিপাড়া বাজার এলাকায় ট্রাকটি ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির বলেন, “দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে এবং আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘাতক ট্রাকটি উজলপুর বাজার এলাকায় ফেলে রেখে চালক পালিয়ে গেছে।

চালক ও ট্রাকের মালিককে শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে কাজ চলছে। তেলের ট্যাংক লিকেজ হওয়ায় ট্রাকটি তাৎক্ষণিকভাবে সরানো সম্ভব হয়নি। তবে সেটি থানা হেফাজতে নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।”

মেহেরপুরে মৎস্যখাতে উৎপাদন বৃদ্ধি লক্ষ্যে ব্র্যাক ফিশারিজের প্রশিক্ষণ



মৎস্যখাতে উৎপাদন বৃদ্ধি ও
খামারিদের দক্ষতা উন্নয়নের
লক্ষ্যে ব্র্যাক ফিশারিজ
এন্টারপ্রাইজের উদ্যোগে
দিনব্যাপী মৎস্যচাষী প্রশিক্ষণ
কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল ১১ টাই শহরের সাধু বার্নবার চার্চ চত্বরে আয়োজিত এ প্রশিক্ষণে জেলার প্রায় ১০০ জন মৎস্যচাষী অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণে পুকুর প্রস্তুতি, পানির গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ, উন্নত মানের পোনা নির্বাচন ও মজুদ, সুষম খাদ্য ব্যবস্থাপনা এবং মাছের রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, যেমন প্রোবায়োটিক প্রয়োগ, এয়ারেটরের ব্যবহার এবং তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর পানি ব্যবস্থাপনার বিষয়েও অংশগ্রহণকারীদের ধারণা দেওয়া হয়।

ব্রাক ফিসারিজ এন্টারপ্রাইজের চুয়াডাঙ্গা মেহেরপুর ঝিনাইদহ অঞ্চলের সেলস’স অফিসার মোঃ গোলাম কিবরিয়ার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা মৎস অফিসার রবিউল ইসলাম। অনুষ্ঠানের আরও বক্তব্য রাখেন ট্রেইনার শাহারিয়া।
বক্তারা বলেন, পরিকল্পিত ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব এবং এর মাধ্যমে খামারিদের আয় ও লাভজনকতা বাড়ানো যায়।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির বিভিন্ন পর্বে অংশগ্রহণকারীদের জন্য হাতে-কলমে শেখার সুযোগ রাখা হয়, যাতে তারা বাস্তব ক্ষেত্রে এসব

পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারেন। এছাড়া কুইজ প্রতিযোগিতা ও উন্মুক্ত আলোচনা পর্বের মাধ্যমে চাষীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়।

কর্মসূচির শেষে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়। আয়োজকরা জানান, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পর্যায়ক্রমে এ ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে, যা মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে জেলার বিভিন্ন এলাকার ছোট-বড় সকল মৎস্যচাষী অংশ গ্রহণ করেন।

মেহেরপুরে স্টার্টআপ, বিজ্ঞান প্রকল্প ও উদ্ভাবন প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত

এডুকেশনাল এক্সিলেন্স সাপোর্ট স্কিম (এসডিপি) এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের উদ্যোগে স্টার্টআপ সায়েন্স প্রজেক্ট অ্যান্ড ইনোভেশন আইডিয়া শোকেসিং প্রোগ্রামের আওতায় “মেধা, বিজ্ঞান, উদ্যোগ ও উদ্ভাবনের দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ” শীর্ষক বিজ্ঞানমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সকালে মেহেরপুর সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের সহযোগিতায় সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে দিনব্যাপী এ বিজ্ঞানমেলার উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মেলার উদ্বোধন করেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বাবলু সূত্রধর।

সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মনিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক নিগার সুলতানা। বক্তারা শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানচর্চা, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী চিন্তাশক্তির বিকাশে এ ধরনের আয়োজনের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

মেলায় মেহেরপুর সদর উপজেলার ১১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাদের উদ্ভাবনী প্রকল্প ও বিজ্ঞানভিত্তিক বিভিন্ন প্রদর্শনী নিয়ে অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো হলো মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মেহেরপুর জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মেহেরপুর কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল, এএলএম জিয়াউল হক ফ্রেন্ডস ফাউন্ডেশন, যাদুখালী স্কুল অ্যান্ড কলেজ, কাজী কুদ্রাতুল ইসলাম মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পিরোজপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

পরে প্রধান অতিথি বাবলু সূত্রধরসহ অতিথিরা মেলার বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন এবং শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী প্রকল্প সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। এ সময় তারা শিক্ষার্থীদের নতুন নতুন উদ্ভাবনে উৎসাহ প্রদান করেন এবং ভবিষ্যতে বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা ও উদ্ভাবনী কার্যক্রমে আরও বেশি সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানান।

বিএসএফের পুশ-ইন ও সীমান্তে হত্যার প্রতিবাদ

সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) এর পুশ-ইন এবং বাংলাদেশী নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যার প্রতিবাদে মেহেরপুরের মুজিবনগরে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার মেহেরপুর জেলা ‘১১ দলীয় ঐক্যজোট’-এর উদ্যোগে এই প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

মিছিলটি মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে ১০৫ নং সীমান্ত পিলার সংলগ্ন স্বাধীনতা সড়কে গিয়ে শেষ হয় এবং সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে মিলিত হয়।

স্বাধীনতা সড়কে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন— জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাহাবুবুল আলম, সেক্রেটারি জেনারেল ইকবাল হোসেন এবং এনসিপির জেলা যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফ খান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের রাজনৈতিক সেক্রেটারি রুহুল আমিন, বিডিপির জেলা সহ-

সভাপতি নূর রহমান, মুজিবনগর উপজেলার নায়েবে আমির মাওলানা ফিরাতুল ইসলাম, উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল খাইরুল ইসলাম এবং সদর উপজেলার সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলাম।

জামায়াতের নায়েবে আমির মাহাবুবুল আলম তাঁর বক্তব্যে বলেন, “আমরা লক্ষ্য করেছি যে, সারা দেশব্যাপী বিভিন্ন বর্ডার থেকে রাতের অন্ধকারে জোর করে মানুষকে বাংলাদেশের ভেতরে পাঠিয়ে দেওয়া (পুশ-ইন) হচ্ছে। রাতে টর্চ লাইট জ্বালিয়ে পাটের জমি থেকে জনগণকে সাথে নিয়ে বুক টান টান করে বাংলাদেশের বিজিবির জোয়ানরা তাদের প্রতিহত করে চলেছেন। ভারত বৃহৎ একটি রাষ্ট্র হলেও তারা সব সময় বাংলাদেশকে একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিল। সব সময় নিজেদের সুবিধা ভোগ করার জন্য তাদের মনমতো একটা সরকার প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাদের মনমতো সরকার এখানে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় তাদের গাত্রদাহ হচ্ছে। এই কারণেই শুভেন্দু অধিকারীরা যখন পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এসেছে, আমরা লক্ষ্য করেছি তারা সাধারণ মানুষকে বাংলাদেশী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু আখ্যা দিয়ে পুশ-ইন করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে।”

তিনি আরও বলেন, “এই ষড়যন্ত্র কখনো সার্থক হবে না। আমরা লক্ষ্য করেছি শুভেন্দু অধিকারীরা মুসলমানদের হত্যা করছে, মসজিদ ও মাদ্রাসাগুলো গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এমনকি সদ্য সমাপ্ত কোরবানির ঈদে মুসলমানদের গরু কোরবানির সব উৎসবকে তারা আইন তৈরি করে বন্ধ করে দিয়েছে। এতে বাংলাদেশের মুসলমানরা শুধু তীব্র বিদ্রোহ করছে তাই নয়, ভারতের মুসলমানরাও একজোট হয়েছে এবং হিন্দুরাও তাদের সাথে আছে। তারা এই সুযোগে বাংলাদেশে একটা অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করার জন্য পুশ-ইনের মতো জঘন্য পথ বেছে নিয়েছে। তবে বিজিবির জোয়ানরা সীমান্তে দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা নির্ঘুম থেকে পাহারা দিচ্ছেন।”

জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল ইকবাল হোসেন বলেন, “আজকের কর্মসূচি হচ্ছে ভারতের একতরফা পুশ-ইন ও সীমান্ত গণহত্যার বিরুদ্ধে। আমরা যদি বর্তমান সরকারের ১০০ দিনের হিসাব পর্যবেক্ষণ করি, তবে দেখব এই ১০০ দিনে তারা প্রায় ২৪টি পয়েন্ট থেকে সারা বাংলাদেশে ২ হাজার ৬০৯ জনকে পুশ-ইন করেছে। বাংলাদেশ সরকার এ নিয়ে নামমাত্র উদ্বেগ প্রকাশ করলেও কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেয়নি, যা দেশের মানুষের জন্য অত্যন্ত হতাশাজনক। শুধু পুশ-ইন করেই তারা ক্ষান্ত নয়, বিগত ১০০ দিনে সীমান্তে প্রায় ১৯ জন বাংলাদেশিকে হত্যা করেছে এবং আমাদের আরও ২৪ জন ভাইকে আহত করেছে। শুধু ভারত

সীমান্তে নয়, মিয়ানমার সীমান্তেও প্রতিনিয়ত হত্যাকাণ্ড চলছে। কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান সরকার নির্বাক হয়ে দেখছে, কোনো জোরালো প্রতিবাদ করছে না।”

তিনি আরও যোগ করেন, “আমি বলতে চাই, তারেক রহমান, আপনি যদি জিয়াউর রহমানের পুত্র হয়ে থাকেন, তাহলে জিয়াউর রহমানের ভাষায়ই ভারতের সাথে চোখে চোখ রেখে কথা বলতে হবে। অন্যথায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব আজ প্রশ্নের সম্মুখীন। মেহেরপুরের এই সীমান্ত এলাকা থেকে ভারতের এই আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে আমরা স্পষ্ট বলতে চাই— সীমান্তে হত্যা ও পুশ-ইনের মতো সব অপকর্ম অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং মুখে যে বন্ধুত্বের কথা বলা হয়, তা বাস্তবে প্রমাণ করতে হবে।”

এনসিপির জেলা যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফ খান তাঁর বক্তব্যে বলেন, “আমি বাংলাদেশ সরকার এবং ভারতীয় সরকারকে স্পষ্টভাবে বলতে চাই, বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি হবে ভারতের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ— তবে তা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, কুর্নিশ করে নয়। আমরা বন্ধুত্ব অবশ্যই চাই, কারও সাথে শত্রুতা চাই না; কিন্তু সে বন্ধুত্ব হতে হবে সম মর্যাদার। আগের মতো কুর্নিশ করার বাংলাদেশ আর নাই, সেভাবে দেশ চলবেও না। আমরা বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শামা ওবায়েদ এমপি কর্তৃক ১৩টি চিঠি পাঠানোর কথায় আশাহত হই। আমরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী— (যাঁকে ভারতীয় ‘র’-এর এজেন্ট বা বাংলাদেশ শাখার চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার বলা হচ্ছে)— স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাউদ্দিন আহমদের বিবৃতিতেও হতাশ হই। বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীনতার প্রশ্নে আমরা সর্বদা ঐক্যবদ্ধ। আমরা সরকারকে সব ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে চাই, কিন্তু সরকার যদি ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নীরব থাকে, তবে আমরা সরকারের বিরুদ্ধেও কথা বলতে এক মিনিটও ভাবব না, ইনশাআল্লাহ। ভারতীয় পুশ-ইন প্রতিরোধের লক্ষ্যে আমরা সর্বস্তরের জনসাধারণ ও প্রশাসনকে সাহায্য করতে প্রস্তুত।”

সমাবেশে অন্যান্য বক্তারাও সীমান্তে বিএসএফের ধারাবাহিক হত্যাকাণ্ড এবং জোরপূর্বক পুশ-ইনের তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁরা অনতিবিলম্বে সীমান্তে এই ধরনের অমানবিক ও আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনকারী কর্মকাণ্ড বন্ধ করার দাবি জানান। একই সাথে দেশের সার্বভৌমত্ব ও সীমান্ত সুরক্ষায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আরও কঠোর ভূমিকা পালন করার আহ্বান জানান।

উক্ত বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিলে ‘১১ দলীয় ঐক্যজোট’-এর মেহেরপুর

জেলা শাখার শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দসহ বিপুল সংখ্যক সাধারণ জনতা উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে স্টার্টআপ, বিজ্ঞান প্রকল্প ও উদ্ভাবন প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত

‘মেধা, বিজ্ঞান, উদ্যোগ ও উদ্ভাবনের দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ’—এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুরের মুজিবনগরে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে উপজেলা পর্যায়ের “নতুন উদ্যোগ, বিজ্ঞান প্রকল্প এবং উদ্ভাবনী ধারণা প্রদর্শনী প্রোগ্রাম” অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশের এসইডিপি-র শিক্ষাগত উৎকর্ষ সহায়তা প্রকল্প (ইইএসএস)-এর আয়োজনে এই ব্যতিক্রমী বিজ্ঞান ও উদ্ভাবন মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

গতকাল শুক্রবার সকালে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই প্রোগ্রামের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সাইফুল হুদা।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দিন আল আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে উপজেলার ১২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় অংশগ্রহণ করে। শিক্ষার্থীরা তাদের নিজেদের তৈরি বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রজেক্ট, নতুন ব্যবসায়িক উদ্যোগের পরিকল্পনা এবং উদ্ভাবনী ধারণা প্রদর্শন করে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদা বলেন, “স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে আজকের তরুণ শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ হওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। আমাদের প্রতিটি শিক্ষার্থীর মাঝে রয়েছে অদম্য মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তি। এই ধরনের প্রদর্শনী তাদের ভেতরের লুকিয়ে থাকা সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করতে সাহায্য করবে। উপজেলার ১২টি স্কুলের শিক্ষার্থীদের এই অভূতপূর্ব অংশগ্রহণ প্রমাণ করে যে আমরা একটি

বিজ্ঞানমনস্ক ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। বিজ্ঞান, নতুন উদ্যোগ ও নতুন নতুন উদ্ভাবনের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশ একদিন বিশ্বের বুকে অন্যতম শীর্ষ স্থান দখল করবে।”

সভাপতির বক্তব্যে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো: মামুন উদ্দিন আল আজাদ শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করে বলেন, তরুণদের এই উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনাগুলোই আগামী দিনের সফল উদ্যোক্তা তৈরি করতে এবং দেশকে এগিয়ে নিতে মূল ভূমিকা পালন করবে।

মেলায় অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয়গুলোর স্টল পরিদর্শন করেন অতিথিবৃন্দ এবং শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন উদ্ভাবনী প্রকল্পের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠান শেষে অংশগ্রহণকারী ও বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এ সময় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং স্থানীয় সুধীজন উপস্থিত ছিলেন।